গাংনীতে তিন প্রকল্পের সাড়ে ৫ কোটি টাকা নয়ছয়! (পর্ব-১)

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলাতে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে টিআর, কাবিখা-কাবিটা প্রকল্পের প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দের অধিকাংশ টাকা হরিলুটের অভিযোগ উঠেছে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) মনসুর রহমানের বিরুদ্ধে।

কাবিটা-কাবিখা প্রকল্পের ১ম ও ২য় কিস্তির কাজ চলতি বছরের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে এবং ৩য় কিস্তির কাজ চলতি বছরের ১৫ মে’র মধ্যে বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু গেল অর্থবছরে কোন কাজ না করে ১ম ও ২য় কিস্তির পুরোটাকা উত্তোলন করেছেন। তবে ৩য় কিস্তির টাকা উত্তোলন করার চেষ্টা করলেও ইউএনও’র হস্তক্ষেপে ৬৭টি প্রকল্পের টাকা পিআইসি সভাপতিদের নামে পে অর্ডার করে রেখেছেন। অভিযোগ রয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির টাকার ১৫ থেকে ২০ শতাংশ টাকা কেটে নিয়ে পিআইসির কাজ করতে দিয়েছেন। এছাড়া অফিসের দুই স্টাফকেও পিআইসির সভাপতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

প্রকল্পের টাকা নয়ছয়ের খবর মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে আসলে, ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এ প্রকল্প নিয়ে প্রকল্প এলাকাগুলো পরিদর্শন ও অনুসন্ধান শুরু করে। অনুসন্ধানের ১ম পর্বে শুধুমাত্র ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কের ৬টি প্রকল্পে সাড়ে ২৮ লাখ টাকা বরাদ্দের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বাকি প্রকল্পগুলোর নিয়ে পর্ব আকারে প্রকাশ করা হবে।

গাংনী প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কাবিটাতে ৭৮টি প্রকল্পের অনুকুলে ২ কোটি ৪০ লাখ ৫৩৭২ টাকা, টিআরের ১২৫টি প্রকল্পের অনুকুলে ২ কোটি ১৬ লাখ ৬৭২৪ টাকা এবং কাবিখার ৪৭টি প্রকল্পের অনুকুলে ১৩৬ মেট্রিক টন চাল এবং ১৩৬ মেট্রিক টন গম, যার বাজার মূল্য প্রায় ৯০ লাখ টাকা। সবমিলিয়ে গাংনী উপজেলায় তিন প্রকল্পে বরাদ্দ প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা।

বরাদ্দের মধ্যে গাংনী ডিসি ইকো পার্কে ১ম ও ২য় কিস্তির বরাদ্দের মধ্যে রয়েছে ডিসি ইকোপার্কের শিশু পার্ক হতে বধ্যভ’মি পর্যন্ত ও

কাজলা নদীর পাড় হতে আশ্রয়ণ মুখি রাস্তা এইচবিবিকরণ এবং দোকানের সামনে মাটি ভরাট বাবদ ৮লাখ টাকা, ডিসি ইকোপার্কের প্রধান গেট নির্মাণ ও গেটের পাশে মাটি ভরাট বাবদ ৭ লাখ টাকা, ডিসি ইকোপার্কের ভিতরে শিশু পার্কের রাইড স্থাপন, ফেন্সিকরণ ও রংকরণ বাবদ ২লাখ ৫০ হাজার টাকা, ওয়াশরুম সংস্কার ও পিকনিক সেড মেরামত বাবদ ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা, পার্কের অস্থায়ী দোকান সেড নির্মাণ বাবদ ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। ৩য় পর্যায় প্রকল্পের টিআর প্রকল্পের ডিসি ইকোপার্ক ওয়াল প্লাস্টার ও পয়েন্টিং করণ বাবদ ৩লাখ ৯৮ হাজার ২৭৮ টাকা। গত রবিবার ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ক সরেজমিন পরিদশনে গিয়ে দেখা যায়, ওয়াল প্লাস্টারের কাজ চলমান রয়েছে।

ওয়াল প্লাস্টারের দায়িত্বরত রাজমিস্ত্রি সরদার হিরক আলী বলেন, সাড়ে ৩শ ফুট লম্বা, ৭ফুট উচু ওয়ালের দুই পাশ প্লাস্টার করতে মিস্ত্রি খরচ, বালি ও সিমেন্ট মিলিয়ে পৌনে ২ লাখ টাকা খরচ হবে।

ডিসি ইকোপার্কের প্রধান গেট নির্মাণ ও গেটের পাশে মাটি ভরাট বাবদ বরাদ্দ ৭ লাখ টাকা থাকলেও শুধুমাত্র এসএস পাইপের গেট সেখানে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। কোন মাটি ভরাটের চিহৃ পাওয়া যায়নি। এসএসপাইপের যে গেটটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে সর্বোচ্চ ৪৫ থেকে ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানান।

এ প্রকল্পের পিআইসি সভাপতি স্থানীয় ইউপি সদস্য জরিমন নেছা বলেন, গেটের কাজ করা হয়েছে। মিথ্যা কথা বলবো না একবার টাকা তুলে ৫ হাজার দিয়েছে, আর কিছু দিবে কিনা জানিনা।

পাকের্র অস্থায়ী দোকান সেড নির্মাণ বাবদ সাড়ে ৩লাখ টাকা বরাদ্দ থাকলে কোন দোকান নির্মাণ করা হয়নি।

ডিসি ইকোপার্কের ভিতরে শিশু পার্কের রাইড স্থাপন, ফেন্সিকরণ ও রংকরণ বাবদ ২লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া থাকলেও।

রবিবার পর্যন্ত কোন রাইড স্থাপন করা হয়নি। পুরাতন রাইডগুলোও ফেন্সিকরণ কিংবা রংকরণ কোনটাই করা হয়নি।

ওয়াশরুম সংস্কার ও পিকনিক সেড মেরামত বাবদ ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ওয়াশরুমের বাইরের অংশ নতুন করে রং করা হয়েছে তবে ভিতরে কোন সংস্কার করা হয়নি, এবং পিকনিক সেড নির্মাণ করা হয়নি।

শিশু পার্ক হতে বধ্যভ’মি পর্যন্ত ও কাজলা নদীর পাড় হতে আশ্রয়ণ মুখি রাস্তা এইচবিবিকরণ এবং দোকানের সামনে মাটি ভরাট বাবদ ৮লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বধ্যভুমি থেকে কাজলা নদী পর্যন্ত এইচবিবি করণ করা হয়েছে। বাইরে থেকে মাটি এনে ভরাটের পরিবর্তে পার্কের উচু স্থানের মাটি কেটে দোকানের সামনে মাটি ভরাটের জন্য ফেলে রাখা হয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দা ময়না খাতুন বলেন, স্মৃতিসৌধ (বধ্যভ’মি) থেকে ঘাট পর্যন্ত ইটের হিয়ারিং রাস্তা করা হয়েছে ১০ দিন হলো। বিভিন্ন যায়গার উচু মাটি কেটে সমান করছে। বাথরুম (ওয়াশরুম) দুদিন ধরে রং করতে দেখলাম।

ডিসি ইকোপার্কের কেয়ারটেকার সোলাইমান বলেন, আমি সাড়ে ৯ বছর ধরে এই পার্কের দেখাশুনা করছি। ইউএনও স্যার বলেছেন সবকিছু দেখেশুনে রাখতে। প্রধান গেট নির্মাণের বিষয়ে তিনি বলেন, গেটের কোন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়নি। গেট আগে থেকে আছে। গত বছর ৫ তারিখের পর ছাত্ররা গেটটা ভেঙে দিয়েছিলো। তাই শুধুমাত্র স্টিলের গ্রিল দিয়ে নতুন গেট লাগানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, শুনছি অনেক কাজ হবে না হলে তো বলতে পারবো না।

তবে, এ বিষয়ে সরাসরি তাঁর কার্যালয়ে কথা হয় গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মনসুর রহমানের সাথে। কাজ হয়নি স্বীকার করে তিনি বলেন, ‘৩০ জুনের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ করতে পারবো।’

কাজ না করে টাকা উত্তোলনের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘জুনের মধ্যে টাকা তোলার নিয়ম আছে তাই ২৬ জুন টাকা উত্তোলন করেছি। ৩য় কিস্তির ৬৭টি প্রকল্পের বিলের চেকও দেখান তিনি। তবে ১ম ও ২য় কিস্তির বিল উত্তোলনের কথা বলতে তিনি পিআইসির মাধ্যমে বিল উত্তোলন করা হয়েছে। ’

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: আনোয়ার হোসেন মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘আমি মে মাসে জয়েন করেছি। তার আগে এ প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অর্থ নয়ছয় হচ্ছে এমন কিছু অভিযোগ পেয়ে আমি পিআইওকে বলেছি পুরো কাজ বুঝে নেওয়া হবে। ৩য় কিস্তির টাকা উত্তোলন করে পে-অডার করে রাখার নির্দেশে আমি দিয়েছি এবং পিআইসি সভাপতিদের বলেছি সরকারি টাকা তছরুপাত করা যাবে না। তবে, প্রকল্পের কাজ স্টিমেট অনুযায়ী বুঝে নেওয়া হবে। বুঝে না

পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ’

(এ বরাদ্দের বাকি প্রকল্পগুলোর অনুসন্ধান চলছে। যেগুলো পরবর্তিতে পর্ব আকারে প্রকাশ করা হবে…)

গাংনীর কাথুলি ইউনিয়ন যুবলীগের নেতা সোহেল রানা আটক

গাংনী উপজেলার খাঁসমহল গ্রামের যুবলীগ নেতা সোহেল রানাকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। গতকাল রবিবার বিকালে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আটক করেন।

সোহেল রানা খাঁসমহল গ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা ও ইউপি সদস্য ইকরাম হোসেনের ছেলে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সোহেল রানাকে আটক করে থানায় নেয়া হয়েছে। তবে নে যুবলীগের কোন পদের নেতা জানা যায়নি। তার পুরো তথ্য সংগ্রহ চলছে।

তবে, একটি অসমর্থিত তথ্যে জানা গেছে, সোহেল রানা যুব লীগের কাথুলি ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক।

স্বৈরাচর পতন দিবস উপলক্ষে

গাংনীতে আয়োজন হবে বিরাট জনসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

স্বৈরাচার পতন দিবস উপলক্ষে আগামী ৫ই আগস্ট গাংনীতে বিজয় র্যালী সফল করতে রবিবার বিকালে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলুর অফিস কক্ষে দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে এই প্রস্তিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রস্তুতিমূলক সভায় মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান। প্রস্তুতিমূলক সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাসাসের গাংনী পৌর কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও ২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসাইন, রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম, মটমুড়া ইউনিয়ন নির্বাচনের চেয়ারম্যান প্রার্থী সালমান শেখ কালু, যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলাম, গাংনী পৌর কৃষকদলের আহবায়ক আমিনুল ইসলামসহ বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

৫ জুলাই পতিত স্বৈরাচার সরকারের পতন দিবস উপলক্ষে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির আয়োজন করবে বিরাট র্যালি জনসভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এলক্ষে আজ থেকেই গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি ও সকল সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানান আসাদুজ্জামান বাবলু ও মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান।

গাংনীর বীর মুক্তিযোদ্ধা

আহাম্মদ হোসেনকে রাস্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাবেক সমাজসেবা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) বীর মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ হোসেনের জানাযা শেষে রাস্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে বাঁশবাড়িয়া কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তাঁকে গার্ড অফ অনার প্রদান শেষে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে।

বাঁশবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে রাষ্ট্রের পক্ষে মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন। এসময় গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গার্ড অফ অনার প্রদান করেন।

এসময় মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা ও গাংনী থানার ওসি তদন্ত আল মামুন উপস্থিত ছিলেন।

অসুস্থতাজনিত কারণে রোববার সকাল শোয়া নটার সময় নিজ বাড়ি বাঁশবাড়িয়াতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেনতিনি। (ইন্নালিল্লাহি অইন্নাইলাহি রাজিউন)।

মৃত্যুকালে দুই মেয়ে ও এক ছেলেসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী, সহকর্মী, আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

এদিকে এই গুণী ব্যক্তির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ।

উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ হোসেন গাংনী উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁর হাত দিয়ে তৈরী হয়েছে অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। অবসর জীবনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সামাজিক উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি নানা রোগে ভুগছিলেন। কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে আইসিইউতে তিন সপ্তাহ চিকিৎসা শেষে গত বুধবার বাড়িতে আনা হয়। কয়েকদিন যাবৎ তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়।

গাংনীতে পিএসকেএস এর উদ্যোগে বিনামূল্যে ফলজ বৃক্ষের চারা বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতর নিজস্ব অর্থায়নে বিনামূল্যে ফলজ গাছের চারা বিতরন করা হয়েছে। আজ রবিবার সকালে গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নে সাধারণ জনগণের মাঝে ২৫০ টি পেয়ারা গাছের চারা এবং ২৫০ টি কাঁঠাল গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এমন উদ্যোগ নেয়া হয়।

সংস্থার এক কর্মকর্তা জানান, সবুজ শ্যামল করার জন্য পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি এই উদ্যোগ গ্ৰহণ করে। এই বৃক্ষ আমাদের অক্সিজেন সরবরাহ করে আমাদের জীবন বাঁচাতে সহায়তা করবে এবং আমাদের দেশীয় ফলের চাহিদা মেটাবে।

উক্ত বৃক্ষের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাজিপুর ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সহ সভাপতিসহ সদস্যরা, সাহেব নগর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, পিএসকেএস এর পরিচালক কর্মসূচী মোঃ কামরুল আলম, উপজেলা কর্মসূচী সমন্বয়কারী মোঃ জামিদুল ইসলাম, সহকারী উপজেলা কর্মসূচী সমন্বয়কারী মোঃ রাকিবুল ইসলাম,স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মোছাঃ সাবিহা সুলতানা এবং কর্ম সংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচির শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ ওমর ফারুক এসময় উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে

কৃষক শওকত আলী নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শওকত আলী (৫৫) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন।
নিহত শওকত আলী ভাটপাড়া গ্রামের মৃত ফরাতুল্লাহ কাজীর ছেলে।

আজ রবিবার (৩ জুলাই) সকাল ১১ টার সময় নিজ জমির মটারের বিদ্যুৎ লাইনের সুইচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, বেলা ১১ টার দিকে কৃষক শওকত আলী নিজের জমির মটার চালু করতে সুইচ দিতে যান। এসময় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাত ও বুকের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

তবে, একটি সূত্র জানান, কৃষক শওকত আলীর মটারের বিদ্যুতের লাইনটি দীর্ঘদিন যাবৎ ফুটো হয়ে ছিল। মাঝে মধ্যে সেখানে স্কসটেপ দিয়ে জোড়াতালি দিয়ে সেটি সচল রাখতেন। আজকেও সেই ফুটো জায়গায় স্কচটেপ মোড়াতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৩

মেহেরপুরের গাংনীতে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ০৩ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার রাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাই অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন কুষ্টিয়া দৌলতপুরের খলিসাকুন্ডি গ্রামের মোঃ আসাদুল ইসলামের ছেলে মোঃ কলিন্স (২৫), গাংনীর

কাজিপুর গ্রামের ফরাজীপাড়ার খোশবুল খানের ছেলে টুটুল হোসেন (২২), ভোলাডাঙ্গা গ্রামের আসিবুল ইসলামের স্ত্রী হামিদা খাতুন (৪৮)।

গ্রেফতারকৃত আসামীকে বিধি মোতাবেক বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে।

জেলা সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী।

চাঁদাবাজির অভিযোগে কথিত সাংবাদিক আব্দুর রউফ কারাগারে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামে সাংবাদিক পরিচয়ে চাঁদাবাজি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক আব্দুর রউফের নামে চাঁদাবাজির অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গাংনী থানা পুলিশ সে মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে কথিত সাংবাদিক আব্দুর রউফকে গতকাল বুধবার দুপুরের দিকে আদালতে নিলে তাকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন বিচারক।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে পল্লী চিকিৎসক আব্দুল মাবুদের ভাই শামীম বাদি হয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং-৩৩ তারিখ ৩০/০৭/২৫ ইং।

সাংবাদিক আব্দুর রউফ সোমবার বিকালে গ্রাম্য ডাক্তার আব্দুল মাবুদের কাছে ভয়ভীতি দেখিয়ে ২০ হাজার টাকা চাঁদা আদায় করেন এবং পরের দিন বুধবার সন্ধ্যায় পুনরায় একই ব্যক্তির কাছে মোটা অংকের টাকা চাঁদা দাবি করেন বলে অভিযোগ ওঠে।

গত মঙ্গলবার দুপুরের দিকে ফোন করে আবারো টাকা দাবি করে।

সন্ধ্যায় পুনরায় টাকা আনতে গেলে তাকে পরিচয়পত্র দেখাতে বলেন ভুক্তভোগীরা। এসময় সে মেহেরপুর থেকে প্রকাশিত দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার স্টাফ রিপোটার হিসেবে পরিচয়পত্র দেখান। তার কথাবার্তা অসংলগ্ন দেখে স্থানীয় জনতা আব্দুর রউফকে ধরে গণধোলাই দেয়। পরে গাংনীতে অবস্থানরত সেনাবাহিনীর খবর পেয়ে সেখানে আসলে রউফকে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়। পরে সেনাবাহিনী আব্দুর রউফকে গাংনী থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।
এঘটনা আব্দুল মামুদের ভাই মমিনুল ইসলাম বাদী হয়ে তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ এনে একটি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় বুধবার তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

জানা গেছে, বহুল আলোচিত আব্দুর রউফ ভারত থেকে অবৈধভাবে এসে মেহেরপুর শহরের মল্লিক পাড়ায় বসবাস করছেন। তার পিতার নাম জমির উদ্দিন। পরে সে বিয়ে করে স্থায়ী হন। ইতোপূর্বে সে মল্লিকপাড়া এলাকায় সবুজ ছায়া নামে একটি ক্লিনিক খুলে রোগীদের সাথে প্রতারণা করে আসছিলেন। সে ডাক্তার না হয়েও তার নামের পূর্বে ডাক্তার যোগ করে প্রতারণা করছিলেন। পরে ক্লিনিকটিতে অভিযান চালিয়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও ক্লিনিকটি সিলগালা করে দেই প্রশাসন। এরপর পরই সে সাংবাদিকের খাতায় নাম লেখান। স্খানীয় পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার কার্ড নিয়ে এলাকায় দেদারছে চাঁদাবাজি করে আসছিলো। গত বছরে কুলবাড়িয়া গ্রামে চাঁদাবাজি করতে গেলে ওই ব্যবসায়ী তার বিরুদ্ধে সদও থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সে বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনসহ জাতীয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ হয়। তারপরেও তার চাঁদাবাজি থেমে থাকেনি। তবে এত কিছুর পর আমাদের সূর্যদয় পত্রিকার কিভাবে নিয়োগ পেল এবং পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় জনসাধারণের মাঝে সমালোচনা শুরু হয়েছে।

এদিকে আব্দুর রউফকে বারবার চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক করা হলেও চাঁদাবাজের গডফাদার থেকে গেছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এলাকাবাসির দাবী চাঁদাবাজ আব্দুর রউফের গডফাদারকেও ধরে আইনের আওতায় আনা হোক।

তবে, এব্যাপারে পত্রিকাটির প্রকাশক ও সম্পাদক আবুল কাসেম অনুরাগীর মোবাইলে একাধিকবার কল দিলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

গাংনীতে বিএনপির সম্মেলন ঘিরে নেতাকর্মীদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কমিটি গঠণ নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ।

উপজেলা বিএনপির দুটি ইউনিটের কাউন্সিল উপলক্ষে ইতোমধ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের প্রার্থীদের বিগত দিনের রাজনৈতিক কর্মকান্ড, প্রজ্ঞা, কর্মী বান্ধব ও ক্লিন ইমেজের প্রার্থীদের বাছ্ইায়ের চিন্তা করছে। সেক্ষেত্রে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টিও মাথায় নিচ্ছেন বলে জানান কাউন্সিলররা। এক্ষেত্রে কেন্দ্রের নির্দেশনাও মেনে কমিটির নেতৃত্বে এগিয়ে আনার কথা জানান তারা। একটি সূত্র বলেছে, যেসব রাজনৈতিক নেতাকর্মী বিগত পতিত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম রাজপথে ছিল ও তাদের ক্লিন ইমেজ রয়েছে এমন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে।

তবে, ইতোমধ্যে গাংনী উপজেলা বিএনপির কমিটিতে জেলা বিএনপির সদস্য একাধিকবার রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দীন কালু ও জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের একাধিকবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল প্রাথমিকভাবে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তবে, সাংগাঠনিক ২ টি পদেও বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন, গাংনী উপজেলা কৃষকদলের সাবেক সভাপতি ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দাল হক, উপজেলা বিএনপি নেতা মুঞ্জুর হোসেন টফি, ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম ও বিএনপি নেতা আব্দুল ওহাব বুলবুল।

এদিকে, গাংনী পৌর বিএনপির কমিটির সভাপতি পদের বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন, জেলা যুবদলের সাবেক আহবায়ক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী

পৌর সভার সাবেক কমিশনার বিএনপি নেতা আতিয়ার রহমান, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা, বহুল আলোচিত ও সমালোচিত ব্যবসায়ী জিয়াউর রহমান। এছাড়া পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হয়েছেন বিএনপি নেতা ও সাবেক কমিশনার আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ ও গাংনী পৌর যুবদলের সাবেক সভাপতি সাবেক কমিশনার সাইদুল ইসলাম।

এছাড়া, সাংগাঠনিক সম্পাদক পদের প্রার্থী হয়েছেন গাংনী পৌর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক কামিশনার এনামুল হক, বিএনপি নেতা ইমন হোসেন, সোহেল হোসেন সোহাগ ও এডাম সুমন।

এদিকে সাবেক মেয়র আহমেদ আলীর সাথে সখ্যতা ও তার নির্বাচনে সরাসরি মাঠে ময়দানে কাজ করার অভিযোগে গাংনী পৌর বিএনপির ৯ টি ইউনিটের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ইতোমধ্যে আলোচিত ব্যবসায়ী জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। এ কারণে, জিয়াউর রহমানকে ৬ নং ওয়ার্ড বিএনপির কমিটি থেকে প্রাথমিক সদস্য পদ স্থগিত করেছে জেলা বিএনপি। এছাড়া পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক পদের প্রার্থী সোহেল হোসেন সোহাগ ও ইমন হোসেনের প্রার্থীতাও স্থগিত রেখেছে বলে দলীয় সূত্র জানিয়েছে।

দলীয় সূত্র জানিয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে অতীতে পতিত স্বৈরাচার সরকারের সাথে সখ্যতা ছিল। তাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রে অভিযোগ দিয়েছে। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের প্রার্থীতা স্থগিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য দীর্ঘ ১৫ বছর পর গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কাউন্সিল আগামি ৮ আগষ্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

চাঁদাবাজি করতে গিয়ে গ্যাড়াকলে সাংবাদিক রউফ, গণধোলাই শেষে

সেনাবাহিনীকে সোপর্দ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামে পল্লী চিকিৎসকের কাছে দ্বিতীয় দফায় চাঁদাবাজি করতে গিয়ে আব্দুর রউফ (৫০) নামের এক কথিত সাংবাদিককে গণধোলাইয় শেষে সেনাবাহিনীর হাতে সোপর্দ করেছে স্থানীয়রা। ওই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিকবার চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গরছে।

আটকের পর আব্দুর রউফ নিজেকে মেহেরপুর থেকে প্রকাশিত দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে পরিচয় দেন এবং পরিচয় পত্র দেখান।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আতোয়ার রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ভুক্তভোগী গাংনী পৌরসভার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের পল্লী চিকিৎসক আব্দুল মাবুদ জানান, কথিত ওই সাংবাদিক আমার চেম্বারে গতকাল এসে সিভিল সার্জন এবং জেলা প্রশাসনের নাম করে নানাভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে বিশ হাজার টাকা চাঁদা নিয়ে যায়। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যাায় সে আবারো চেম্বারে আসে। এবার সে বলে, আপনাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ সিভিল সার্জন এবং ডিসি অফিসে গেছে। সিভিল সার্জনকে ঠেকাতে হলে বিশ হাজার টাকাতে হবেনা। আবারও টাকা দিতে হবে। এক পর্যায়ে সে আরও ভয়ভীতি দেখায়। এঘটনার পর আমরা গাংনীর স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে কথা বলে আব্দুর রউফ নামে কোনো সাংবাদিক আছে কিনা। তারা জানান, এই নামে কোনো সাংবাদিক নেই। এরপর আমরা তার কাছ থেকে পরিচয় পত্র দেখতে চাই। এক পর্যায়ে সে মেহেরপুর থেকে প্রকাশিত দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারের পরিচয় পত্র দেখান। পরে স্থানীয় জনতা তাকে গণপিটুনি দিয়ে গাংনী সেনাবাহিনীর হাতে সোপর্দ করেন।

এঘটনায় চাঁদাবাজির অভিযোগে গাংনী থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

এদিকে জানা গেছে, কথিত ওই সাংবাদিক আব্দুর রউফের বাড়ি ভারতে। সে বৈবাহিক সূত্রে মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়াতে বসবাস করে আসছেন। সে প্রথমদিকে নিজেকে চিকিৎসক দাবি করতেন। নিজের নামের সাথে ডাক্তার যুক্ত করে ডাক্তার আব্দুর রউফ লিখতেন। পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে জরিমানা আদায় ও ভূয়া ডাক্তারখানা বন্ধের নির্দেশ দেন। পরে সে নিজেকে সাংবাদিক বনে যান। ২০২৩ সালে

মেহেরপুর শহরের এক সার ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে চাঁদাবাজি করে। পরে সেটি ফেসবুকে ভাইরাল হলে ওই সার ব্যবসায়ীর পা ধরে ক্ষমা চাইতে দেখা যায়। গত বছরে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়াতে চাঁদাবাজি করেন। পরে তিনি থানায় অভিযোগ দিলে পা ধরে মাফ চান এবং টাকা ফেরত দিয়ে আসেন।

স্থানীয়রা আরও জানান, আব্দুর রউফ এলাকার বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্লিনিকসহ বিভিন্ন স্থানে চাঁদা দাবী করে আসছেন। সূর্যোদয় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় তিনি চাঁদাবাজীতে লাগামছাড়া হয়েছেন। বিভিন্ন অফিস-দপ্তরে গিয়ে নানা ধরণের হুমকি-ধামকি দিয়ে চাঁদা দাবী করে আসছেন। চাঁদা না দিলে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে সংবাদও প্রকাশ করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।